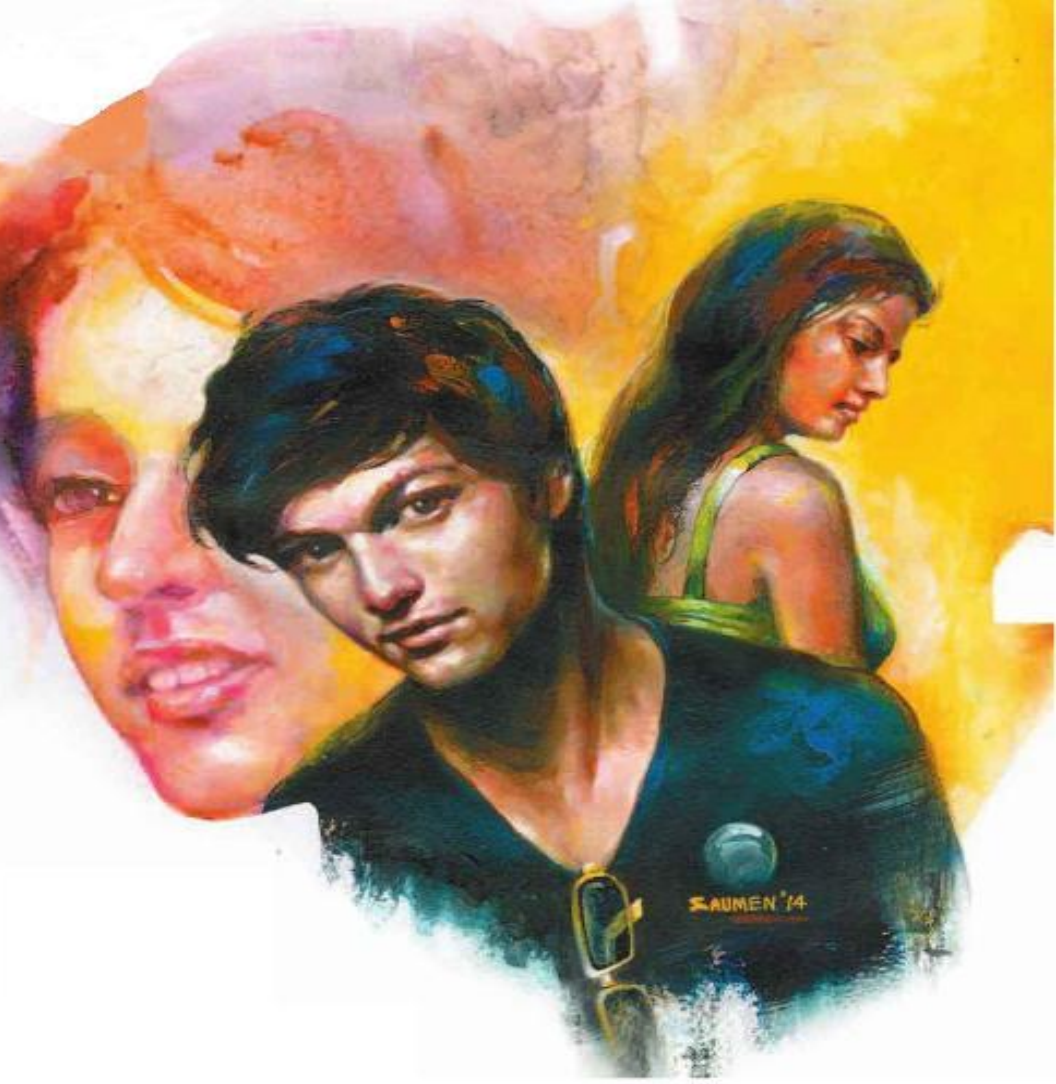

মিথ্যুক

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

মিথ্যুক ।। স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

“মিথ্যুক, তুই এক নম্বরের মিথ্যুক! আর কোনওদিন আমার সঙ্গে কথা বলবি না। কোনওদিনও না। বুঝলি?” পর্ণিকা এমন চেঁচিয়ে কথাটা বলল যে, ক্যান্টিনের সববাই পরিষ্কার শুনতে পেল। আমি দেখলাম, একশোটা চোখ আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে! সত্যি, এমন সার্টিফায়েড মিথ্যুক তো দেখা যায় না খুব একটা!

আমি পর্ণিকাকে বললাম, “আরে, তুই রাগ করছিস কেন? পুরো ব্যাপারটা শোন!” “না শুনব না, কিচ্ছু শুনব না। মিথ্যেবাদী একটা! জোচ্চোর! আজ ঠিক দু’মাস দশ দিন হল। দু’মাস দশ দিন। কই হল কিছু? এমন একটা ব্যাপারেও তুই মিথ্যে বললি? ছিঃ।” ‘ছিঃ’ একটা জোরদার শব্দ। আট অক্ষরের গালাগালিও যে ইমপ্যাক্ট আনতে পারে না, এই ছোট্ট দেড় বা দু অক্ষর আরামসে তার দশগুণ ধাক্কা এনে দেয়!

আমি চারিদিক দেখে নিয়ে কাঁচুমাচু মুখ করে আরও কিছু বোঝাতে গেলাম। কিন্তু পর্ণিকা আর শুনলই না কিছু। গটগট করে বেরিয়ে গেল ক্যান্টিন থেকে।

আমি সামনের অ্যানিমিক রোগীর মতো পাঁউরুটির টুকরো দুটোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। যেটুকু খিদে ছিল ঝাড় খেয়ে মিটে গিয়েছে!

“কী রে? হাওয়া বেরিয়ে গেল?” সামনে থেকে ঠোঙা প্রশ্ন করল।

আমি উত্তর না দিয়ে একটা বিরক্তিকর শব্দ করলাম মুখ দিয়ে। এত কষ্ট করে দু’মাস ধরে রেখেছিলাম মেয়েটাকে, আর এমন করে ফসকে গেল! কত যে সাধ্যসাধনা করতে হয়েছে আমায় পর্ণিকার জন্য, সেটা যদি ঠোঙা বুঝত।

“তোর প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স খুব বেশি কাজ করে! তাই এত ঢপ মারিস!” ঠোঙা তেল চপচপে চাউমিন মুখে দিয়ে নিশ্চিতভাবে বলল।

“আবার শুরু করলি?” আমার মাথা গরম হয়ে গেল, “এমনিতেই শালা প্রেস্টিজে গ্যামাক্সিন দিয়ে গেল, তার উপর তোর সব বিষয়ে বাতোলা ভাল লাগে না কিন্তু।”

“তবে এত ঢপ মারিস কেন, হ্যাঁ? না মারলেই তো পারিস!”

ঢপ মারি কেন? না মারলেই পারি? হুঃ, বলা সোজা। কিন্তু এই পৃথিবী কি সহজ ধরনের গব্য ঘৃতের শিশি নাকি যে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে? আঙুল বাঁকাতেই হয়। তাই ঢপটা ম্যানডেটারি! এটা এক ধরনের মেকানিজমও বলা যায়। সবাই বুঝবে না।

তবে হ্যাঁ, অন্যদের চেয়ে হয়তো আমি এই মেকানিজমটা একটু বেশিই ব্যবহার করি! করতেই হয়, আমার হাতে সময় কম, যা পেতে হবে তাড়াতাড়ি পেতে হবে।

ঠোঙা আবার বলল, “পর্ণিকাকে ভালবাসিস ভাল কথা। কিন্তু তা বলে ওকে ঢপ মারবি? তাও এমন একটা ব্যাপার নিয়ে? এমন করে কেউ প্রেম করে?”

আমার বিরক্ত লাগল খুব। বললাম, “তোর থেকে এখন ‘প্রেম করার সহজ ও সৎ উপায়” শিখতে হবে নাকি? নিজের হিস্ট্রি দ্যাখ। এই ফাস্ট ইয়ারে চারটে মেয়েকে ভাল লেগেছে তোর। তার মধ্যে কথা বলতে পেরেছিস দু’জনের সঙ্গে আর নোট কপি করতে পেরেছিস একজনের। আমায় তুই প্রেমের কোচিং দিচ্ছিস?”

“কোচিৎ নয়, সৎ হতে বলছি!” ঠোঙা শূন্য প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে বলল, “জানবি অনেস্টি আজও বেস্ট পলিসি।”

“ব্যাংয়ের পলিসি,” আমি মুখ ঘোরালাম, “সেকেন্ড সেমের মাঝবরাবর চলে এলাম। সেই কলেজে ঢোকার পরের উইক থেকে ট্রাই করছি। হল কিছু? আর যেই দু’মাস আগে ওকে ঢপটা মারলাম, সঙ্গে সঙ্গে গলে গিয়ে আমার দিকে চলে এল। তবে?”

“তাও!” ঠোঙা আরও কিছু বলত কিন্তু তার আগেই চোখ গোল করে চুপ করে গেল আচমকা।

“কী তাও?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঠোঙা ভুরু তুলে আমার পিছন দিকে ইঙ্গিত করে বলল, “এসে গিয়েছে তোর পঞ্জিকা! নে সামলা।”

সর্বনাশ! আমি উঠে পড়লাম। কিন্তু টেবল ছাড়ার আগেই পঞ্জিকা, মানে ইয়ে, অঞ্জিকা এসে দাঁড়াল আমার সামনে। বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে তোর অঙ্কুরণ? পর্ণিকা কী বলেছে তোকে?"

"আমায়?" আমি হাসলাম, "কিছু না তো! কী বলেছে?"

অঞ্জিকা বলল, "তবে যে শুনলাম, তোকে নাকি খুব ঝেড়েছে!"

"ও কিছু না," আমি ধুলো ঝাড়ার মতো পর্ণিকার কথাগুলো মনে-মনে ঝেড়ে ফেলে বললাম, 'ও আমার জন্য একটা জ্যাকেট কিনেছে। আমি নেব না বলেছি, তাই রাগ করছিল। কিছুই না।" "আবার?" ঠোঙা চোখ গোল-গোল করে তাকাল আমার দিকে।

"কী আবার?" অঞ্জিকা অবাক হল।

আমি বললাম, "আমার প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স খুব বেশি কাজ করে তো, তাই বলছে। বাই দ্য ওয়ে, একটা হেল্প করবি? সেদিন এস বি ম্যামের নোটটা কোথায় যে হারালাম! আমায় তোরটা দিবি। মানে অসুবিধে না হলেই আর কী! দিবি?"

"তোকে দেব না?" অঞ্জিকা হেসে বলল, "তোকে দেব না তো কাকে দেব! দাঁড়া আমি হস্টেল থেকে নিয়ে ফিরে আসছি, কেমন? ক্লাসে দিয়ে দেব।"

অঞ্জিকা চলে যেতেই ঠোঙা চোখ পাকিয়ে বলল, "আবার বুলু দিলি? এসবি-র ক্লাস তো তুই অ্যাটেন্ডই করিসনি। সিনেমা দেখতে

গিয়েছিলি! ইশ, এই মেয়েটা তোকে ভালবাসে, আর সেটার তুই ফায়দা তুলছিস? ওকে ভুল বোঝাচ্ছিস?”

আমি বললাম, “ভুল? সে কেউ বুঝলে আমি কী করব? এই তুইও তো নিজেকে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ভাবিস। এতেও আমার কিছু করার আছে, বল?”

“মানে?” ঠোঙা উঠে দাঁড়াল, “বেস্ট ফ্রেন্ড ভাবিস মানে?”

আমি হাসলাম, “কিপ অন গেসিং ব্রো।”

ঠোঙা দাঁত কিড়মিড করে বলল, “শালা, ঠিক করেছে। পর্ণিকা তোর উপর রাগ করে। দু’মাস দশ দিন হয়ে গেল। তাও তুই মরলি না কেন বল তো?”

।। ২ ।।

আমি মরিনি। দু’মাস দশ দিন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কথামতো এখনও মরিনি আমি। এটাই আমার অপরাধ।

শুনে কেমন একটা লাগছে না? লাগবেই তো। লাগাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি জানা না থাকে, তবে কেমন-কেমন লাগাটা কনটিনিউ করবেই।

ছোট থেকেই আমি শারীরিক ভাবে দুর্বল। মানে সবাই যখন একশো মিটার দৌড়ে ফাটিয়ে দিত, আমি পঁয়তাল্লিশ মিটার পরেই জিভ বের করে দু’পেয়ে ডগ শোয়ের মুখ উজ্জ্বল করতাম। আবার

পাড়া বা স্কুলে মারপিটের সময় যখন সব ছেলেরা কে কত বড় বীর প্রমাণ করত, আমি এক কোণে বসে থেকে ভাল ছেলে হিসেবে বদনাম কুড়োতাম।

আসলে আমি যে ভাল নই, সেটাই বোঝাতে পারতাম না কাউকে। তবে সেসবের জন্য ক্লাস এইট অবধি তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু ক্লাস নাইন থেকে যখন আমার বয়েজ-স্কুল লাঞ্ছিত জীবনেও গুটি-গুটি করে মেয়েরা টুকি দিতে আরম্ভ করল তখন থেকেই মূল সমস্যার সূত্রপাত। আমার আশপাশের সব ছেলেরা টপটপ করে বান্ধবী জোগাড় করে ফেললেও আমার এই প্যাংলা চেহারায় তেমন কিছু হয়ে উঠছিল না। পড়াশুনোয় ভাল ছিলাম। তাই নোটের জন্য কয়েকটা মেয়ে ছোঁকছোঁক করত বটে, কিন্তু তারা কেউ সেলোফেনে মোড়া নয়। বরং তাদের মোটা ফ্রেমের চশমা, তেল-বিনুনির চুল আর ন্যাচারাল হেয়ার সমৃদ্ধ হাত-পা! আমার ভাল লাগত না ওদের। আর ঠিক সময়ই এমন একটা ঘটনা ঘটে যা আমার জীবনার ফিলজফিটাই পুরো পালটে দিয়েছিল। মাধ্যমিকে স্টার পেয়ে পাশ করার পর । ইলেভেনে একটা কোচিং-এ ভর্তি হয়েছিলাম আমি। সেখানে এমন একটা মেয়ে ভর্তি হয়েছিল যার প্রেমে না পড়লে একুশ দফা হাঁচিয়ে মারা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তাই আমিও তার প্রেমে পড়েছিলাম। মেয়েটা মহেন্দ্র সিং ধোনি বলতে পাগল ছিল!

আমি বুঝেছিলাম, এই মেয়ের পিছনে এত বড় লাইন যে, সেই অনুসারে অপেক্ষা করতে গেলে আমি পাঁচাত্তর বছর বয়সে ওর সামনে গিয়ে পৌঁছব।

তাহলে সংযুক্তাকে জয় করার উপায়? সাকসেসের শর্টকাটটা কী?

ইন্টারনেট থেকে ধোনির অল্পবয়সের ছবি ডাউনলোড করে আমি আমার নিজের ছোটবেলার ছবির পাশে লাগিয়ে বেশ একটা রেট্রো লুক দিয়ে প্রিন্ট করিয়েছিলাম। তারপর ওকে গিয়ে দেখিয়ে বলেছিলাম, "মাহিদাকে সেই খড়গপুর থেকে চিনি। যখন স্টেশনে স্নান করত। আমি টিউবওয়েল পাম্প করে দিতাম! এখনও কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে ক্যারাম খেলে।'

আমার মতো প্যাংলা, চশমা পরা গুডবয়ের মুখে এমন কথা শুনে মেয়েটা ভাবতেই পারেনি সত্যি ছাড়া আরও কিছু থাকতে পারে পৃথিবীতে। ব্যস, তারপরের তিন সপ্তাহ মেয়েটার সে কী আদর-যত্ন আর বাবল গামের স্টিকিং নেচারের মতো ব্যবহার!

আমিও হাত—ফাত ধরে প্রায় লাইন করে এনেছিলাম। তারপর যখন চুমু খেতে আর দু' সেন্টিমিটার বাকি, তখনই অন্য একটা ছেলে কী করে যেন ফাঁস করে দিয়েছিল আমার ফোটোশপের কেরামতি!

মেয়েটা ঝেড়েছিল কিছু আমায়! ওঃ, ঝাড়ের মধ্যেও যে শিল্প লুকিয়ে থাকে, সেদিন জেনেছিলাম!

আমি বাধ্য হয়েছিলাম টিউশন চেঞ্জ করতে। কিন্তু সেদিন একটা জিনিস বুঝে গিয়েছিলাম, মিথ্যের চেয়ে আর কোনও কিছুর জোর বেশি নয়। তবে সেটা এমন করে বলতে হবে, যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয়। আর এও বুঝেছিলাম যে প্রেম নিবেদন করা হল সেলসম্যানের কাজ। তুমি যেমনই হও না কেন, মেয়েটাকে এই বলে কনভিন্স করতে হবে যে, তোমায় পেলে তার গৌরব আর পড়শির ঈর্ষা গ্যারান্টেড।

এই কলেজেও ব্যাপারটা সব ঠিক ছিল! কিন্তু ওই দু' মাস বলাটা পুরো ফেটাল ফ্লু। অন্তত পাঁচ মাস বলে পুরো সেকেন্ড সেমটা কভার হয়ে যেত।

ব্যাঙ্গালোরে এ বছরই আমি এমবিএ-তে ভর্তি হয়েছি। ঠোঙার সঙ্গেও আলাপ সেখানেই। আর সেই আলাপের পরের দিনই পর্ণিকাকে দেখে পুরো বোল্ড হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ও আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি।

গোটা একটা সেম আমি যে কীভাবে মুচি হয়ে হাফ সোল হয়ে ঘুরেছি। আমিই জানি! তাই মনে— মনে সেই পুরনো দাওয়াটাই দেব ঠিক করে নিয়েছিলাম। কিন্তু কীভাবে দেব? কোন ফুটো দিয়ে ওই লোহার বাসর ঘরে ঢুকব? গুগলে সার্চ মারলে আজকাল ভগবান পর্যন্ত যেখানে মেলে, সেখানে বাসর ঘরের ফুটো তো সামান্য জিনিস।

খবর নিয়ে জেনেছিলাম পর্ণিকার বাবা নেই। হার্ট অ্যাটাকে অল্প বয়সেই মারা গিয়েছেন। তাই সেই বিষয়ে ও নাকি খুব সেনসিটিভ। আমি বুঝেছিলাম। এটাই আমার স্কোপ। এটা দিয়েই বধ করতে হবে ওকে।

তাই একদিন লাইব্রেরির বাইরে ওকে ধরে বলেছিলাম, "পর্ণিকা, আমার বুকে একবার তুই হাত রাখবি?"

"কী?" পর্ণিকা এমন বেয়াড়া আবদার শুনে চোয়াল শক্ত করেছিল।

আমি "আনন্দ'-এর রাজেশ খান্নার মতো মুখ করে বলেছিলাম, "আমার হার্টের আয়ু বেশি নয় রে। তুই ছুঁয়ে দিলে হয়তো একটু বেড়ে যেতে পারে।

"মানে?" পর্ণিকা তখনও এক শব্দের বেশি এগোয়নি।

আমি আরও একটু ছড়িয়ে বলেছিলাম, "আমার কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ আছে। আর দু'মাস বাঁচব ম্যাক্সিমাম। তাই শেষ সময়টা যদি তোর সঙ্গে..."

এবার পর্ণিকার বোল্ড হওয়ার পালা! এমন শরীর নিয়েও আমি লেখাপড়া করছি! একা হস্টেলে থাকছি! হাসি মুখে থাকছি! আমি একাই যে অ্যাভেঞ্জার্স-দের পুরো সুপার হিরো টিমটার মিক্সচার!

জানি তোমরা আমায় খারাপ ভাবছি। মনে-মনে গাল দিচ্ছ। এমনকী হয়তো পাতা উলটে পরের আরও ভাল লেখাগুলো পড়ে ফেলার জন্য এগোচ্ছ। আমি তোমাদের দোষ দিই না। কিন্তু হিন্দিতে একটা কথা আছে না, মরতা কেয়া না করতা!

এমন একটা মেয়েকে যদি তোমরা সামনে থেকে দেখতে, তখন? তখন দেখতাম, ক'ত সাধুগিরি করতে পারো? আরে বাবা, প্রেমের খাতিরেই তো দু'মাসটা বলেছি। সুইসাইড বম্বার হওয়ার জন্য তো বলিনি।

এক-একটা দিন আমার যে কী দারুণ কেটেছে সেসব তোমাদের বলে আর কমপ্লেক্স দিচ্ছি না! কিন্তু দু'মাস যে ওভার সেটা তো খেয়াল ছিল না! তাই তো সবার সামনে অমন করে বলল পর্ণিকা! আমি যে মরিনি, তাতেই গুলটা ধরে ফেলেছে! ইশ, আরও তিন মাস বাড়িয়ে বললে অন্তত একটা সেম তো কাটাতে পারতাম!

মিথ্যে জিনিসটার সবই ঠিক আছে কিন্তু একটাই ড্র ব্যাক। ফলে আপ ঠিক রাখতে না পারলে কেস খাওয়া অবশ্যম্ভাবী!

।। ৩।।

বাড়ি থেকে আমায় এমবিএ পড়তে আসতে দিতে চায়নি কেউই। কিন্তু আমি জোর করে এসেছি! আর এসেই যে কী কেস খেয়েছি, আমিই জানি!

এতে যে এত লেখাপড়া করতে হয়, ভাবতেই পারিনি প্রথমে। বড় কলেজ, হোটেলের মতো লিফট আর এসিওয়ালা হস্টেল! ল্যাপটপ দিয়েছে একটা করে! চকচকে ছেলে, মেয়ে, প্রফেসর! দেখে মনে হয়েছিল আমিও এবার জাতে উঠে গেলাম!

কিন্তু জাতে উঠলেই যে হয় না, সেখানে যে টিকেও থাকতে হয় সেটা বুঝতে পারিনি! বুঝলে, কে আসত। এখানে পড়তে!

আজ ক্লাসের বাইরে বেরিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। কীসব কঠিন থিওরি রে বাবা! আমি একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলাম।

ঠোঙা এসে বলল, "কী রে বসে আছিস? পরের ক্লাস করবি না?"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "কী প্রজেক্ট দিয়েছে দেখেছিস? পুরো বাঁশবাগান! শরীরটা ভাল লাগছে না একদম!"

"তা তো লাগবেই না।" ঠোঙা বিরক্ত গলায় বলল, "কোন প্রজেক্টটা করার সময় শরীর ভাল লাগে তোর?"

আমি বললাম, "আমায় পার্টনার করে নিবি? মানে দু'জনকে তো পার্টনার হয়ে প্রজেক্টটা করতে হবে। তাই..."

"তাই?" ঠোঙা ভুরু নাচাল, "তারপর আমি খেটে মরব। আর তুই শহরের সবকটা হল ঘুরে বেড়াবি? খুব শখ, না?"

আমি মুখটা কাঁচুমাচু করে বললাম, “আমি তোর বেস্ট ফ্রেন্ড না?”

“হরি হরি!” ঠোঙা হাসল, তুই নিজেকে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ভাবিস?

“মানে?”

“মানে, কিপ অন গেসিং ব্রো!” ঠোঙা কোমরে হাত দিয়ে শক্তি কপুরের মতো মুখ করে হাসল।

“আই ওন্ট” আমি এবার উঠে দাড়িয়ে রাজা মুরাদের মতো ভুরু তুলে দুরে তাকালাম।

ঠোঙা গুগলি খেল, “মানে?”

“তুই আমার প্রজেক্ট পার্টনার হওয়ার চান্সটি মিস করলি! কারণ ওই দ্যাখ, আমার প্রজেক্ট পার্টনার!” আমি হাত তুলে দূরে দাঁড়ানো অঞ্জিকাকে দেখালাম!

“শা-লা” ঠোঙা বলল, “তুই মানুষ? মেয়েটা তোকে ভালবাসে আর সেটার তুই...”

আমি বললাম, “সেন্টু খেয়ো না গুরু। আমি জাস্ট ওকে প্রজেক্ট পার্টনার হতে বলছি!”

“আরে সেটা তো ও লাইফ পার্টনার হিসেবে নেবে!” ঠোঙা উত্তেজিত হল।

“সেটা ওর ব্যাপার, আমার নয়,” আমি হাসলাম, “সর, আই হ্যাভ আ প্রজেক্ট টু ফিনিশ।”

আমি ঠোঙাকে সরিয়ে সোজা এগিয়ে গেলাম অঞ্জিকার দিকে।

আমায় আসতে দেখে অঞ্জিকা হাসিমুখে নিজেই এগিয়ে এল কাছে। জিজ্ঞেস করল, “আমার কাছে আসছিস?”

“হ্যাঁ,” আমি হাসলাম, “তোর কাছে ছাড়া আর কার কাছে যাব?”

“কেন? তোর পর্ণিকা!” অঞ্জিকার গলায় যেন সামান্য অভিমান।

“আমার? ক্যাশমেমো আছে নাকি, যে আমার হবে?” আমি ক্যাজুয়ালি বললাম, ‘ও আমার-ফামার নয়।”

অঞ্জিকার মুখ উথলে মাটিতে ছড়িয়ে গেল হাসি। বলল, “ইন্দ্র কী বলছিল?”

“ইন্দ্র!” আমি অবাক হলেও পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম। ঠোঙার আসল নাম যে ইন্দ্রধনু, সেটা ভুলে যাই মাঝে-মাঝে। বললাম, “আরে আমায় হাতে-পায়ে ধরছিল প্রজেক্টে ওর পার্টনার হতে। কিন্তু আমি বলে দিয়েছি অঞ্জিকা ছাড়া আমি কাউকে পার্টনার করব না।”

“সত্যি?” অঞ্জিকা যেন বিশ্বাসই করতে পারল না।

“না তো কী? ওই দেখ না। আমার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে!”

অঞ্জিকা দেখল। দূর থেকে ঠোঙা ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

“থ্যাঙ্ক ইউ সো-ও মাচ!” অঞ্জিকা আচমকা আমায় জড়িয়ে ধরল সবার মধ্যে।

আমি ঘাবড়ে গেলাম একটু। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম দূর থেকে পর্ণিকা দেখছে আমাদের। আমি সুযোগটা নিলাম। আর আলতো করে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম অঞ্জিকার পিঠ!

পর্ণিকার চোখ দুটো এলইডি লাইটের মত জ্বলে উঠল যেন। চোয়ালটাও শক্ত হল। ও ঝাপটা দিয়ে মুখ সরিয়ে নিল। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে ছেড়ে দিলাম আঞ্জিকাকে।

মেয়েটা হাসিমুখে চলে গেল।

“নরকে যাওয়ার জন্য একদম এগ্‌জিকিউটিভ ক্লাসের টিকিট কাটছিস তুই!” ঠোঙা প্রায় দৌড়ে এল আমার কাছে।

“হতে পারে,” আমি হাসলাম, “কিন্তু এগ্‌জিকিউটিভ ক্লাস তো, তাই জার্নিটা কিন্তু আরামেরই হবে!”

।। ৪ ।।

একটা নয়, দু'মাসে তিন-তিনটে প্রজেক্ট করলাম আমি আর অঞ্জিকা। আর তিনটেতেই দারুণ মার্কস পেলাম। ক্লাসের সবার চোখ কপাল ছেড়ে টাকে গিয়ে উঠল। এমন কী স্যার তো এও বললেন যে, আমরাই নাকি হায়েস্ট পার্সেন্টাইল পাব!

আজ ক্লাসের পর ঠোঙা ধরল আমায়। বলল, "তুই মাইরি ভাগ্য করে জন্মেছিলি বটে!"

আমি হাসলাম। ভাগ্য নিয়ে কোনও কথা বলতে নেই! তাই চুপ করে রইলাম।

ঠোঙা আবার বলল, "শালা এতগুলো প্রজেক্ট বেচারি মেয়েটা খেটে-খেটে সব করল একা! আর তোর শরীর খারাপ বলে ঢপ মেরে পুরো হাওয়া লাগিয়ে ঘুরলি!"

"বোচারি?" আমি ভুরু নাচিয়ে হাসলাম, "এত কষ্ট হচ্ছে যখন, যা চারটে চুমু খেয়ে আয়!"

ঠোঙা পাত্তা দিল না। বলল, "পর্ণিকা বলছিল, যদি তোদের প্রজেক্টের কপিগুলো পাওয়া যেত।"

"তাই? পর্ণিকা?" আমি এবার আগ্রহী হলাম! কিন্তু তারপরেই বললাম, 'ওর কিছু বলার থাকলে আমার কাছে এসে বলতে বল।"

ঠোঙা মাথা নাড়ল, “ও আসবে না। মনে নেই কী বলেছিলি ওকে? কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ আছে তোর!! দু’মাস বাঁচবি মাত্র। জীবনে তোর শেষ ইচ্ছে ওর সঙ্গে শেষ সময়টুকু কাটানো! মনে নেই? তা ছাড়া এখন জিমে আছে ও। টিটি ম্যাচ আছে না?”

“দু’মাস পরে মরে গেলে ভাল হত?” আমার রাগ হয়ে গেল, “তা অতই যদি ওর রাগ, তবে আমি যখন অঞ্জিকার সঙ্গে ঘুরি তখন ও অমন করে তাকায় কেন?”

“তুই কি বাই এনি চান্স তেজাবের অনিল কপুরের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করছিস নাকি?” ঠোঙা সন্দেহের গলায় জিজ্ঞেস করল।

আমি এবার হেসে বললাম, “নাসিক হো ইয়া মুম্বাই, লড়কিয়াঁ লড়কিয়াঁ হোতি হ্যায়!”

“অঙ্কুরাণ, মাইরি। তুই একটা পিস! মিউজিয়ামে দিলে বাঁধিয়ে রাখবে তোকে!”

আমি আরও কিছু বলতে গেলাম, কিন্তু তখনই অঞ্জিকা হাঁপাতে-হাঁপাতে এল আমার সামনে। বলল, “একটা বিপদে পড়েছি। হেল্প করতে পারবি রে?”

“কী হয়েছে?” অবাক হলাম। “আমি ক্রেডিট কার্ডটা হারিয়ে ফেলেছি। এক্ষুনি থানায় আর ব্যাঙ্কে যেতে হবে। সেই মেন সিটিতে ব্যাঙ্ক। প্লিজ, যাবি রে আমার সঙ্গে?”

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, শিওর। এই তো ঠোঙা যাবে তোর সঙ্গে। ওর বাবা দিল্লিতে পিএমও-এ কাজ করে। একটা ফোনেই সব সলভ করে দেবে। ডোন্ট ওরি।”

“তুই যাবি না?” অঞ্জিকা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল আমার দিকে।

“আমি? আমি কী করে যাব?” হতাশ গলায় বললাম, ‘জিমে যেতে হবে আমায়। টিটি টুর্নামেন্ট হচ্ছে না? ওতে আমায় লাইন জাজ করেছে।”

“তোকে?” ঠোঙা চোখ গোলগোল করল, “লাইন জাজ?”

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, “দেরি করিস না ঠোঙা। ‘বেচারি’ মেয়েটার খুব বিপদ। তোর বাবাকে ফোন কর। সল্যভ দ্য প্রবলেম। আরে বন্ধু হয়েছিস কেন? আমি অঞ্জিকাকে প্রজেক্টে হেল্প করলাম। এবার তোরা পালা ওকে এই ঝামেলায় হেল্প করা। যা তাড়াতাড়ি। কুইক!” অঞ্জিকা এগিয়ে গেল। ঠোঙা আমার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, “জিম, হ্যাঁ? আর আমায় ওর সঙ্গে ঝামেলায় গুজে দিলি? তোকে কী দিয়ে তৈরি করেছিল বল তো ভগবান?”

আমি হেসে বললাম, “দাঁড়া, গিয়ে জিজ্ঞেস করব।”

।। ৫ ।।

সেকেন্ড সেম শেষ হয়েছে গতকাল। আজ ছুটিতে আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। কয়েকজন স্টুডেন্টদের বাড়ি থেকে তাদের বাবা-মায়েরা এসেছে নিতে। এদের আড়ালে কলেজে "বেবি" বলে ডাকা হয়। এত বড় হয়ে গেছে তাও একা চলাফেরা করতে না-পারাটা এক ধরনের ডাউন মার্কেট বিহেভিয়ার!

আমার মনটা আজ খারাপ হয়ে আছে। কারণ আমিও আজকের পর থেকে কলেজে সবার চোখে 'বেবি'-তে পরিণত হব!

কতবার বাবাকে বললাম দাদাকে পাঠিয়ো না, আমি ঠিক চলে যেতে পারব। কিন্তু সেই দাদাকেই পাঠিয়েছে! আমি কি একা এয়ারপোর্টে যেতে পারি না?

ব্যাগটা গুছিয়ে ঘরের চারিদিক দেখে নিলাম। শুধু দরকারি জিনিসটুকুই সঙ্গে নিয়েছি, দাদাকে ঘর অবধি আসতে দিইনি আমি। ক্যাম্পাসে ঢোকার মুখে বড় সাজানো লনটায় আর সবার বাড়ির লোকের সঙ্গে দাদা অপেক্ষা করছে। ঘরটা লক করে বেরিয়ো ব্যাগটা টানতে-টানতে আমি লিফটের সামনে এলাম। ঠোঙার পাত্তা নেই! কী জানি হয়তো বাইরে আছে কোথাও! লিফটটা নীচ থেকে উঠে এল উপরে। দরজা খুলতেই চমকে গেলাম আমি। অঞ্জিকা! সেরেছে! এখানে এসেছে কেন?

“আয়, চলে আয়। তোর কাছেই আসছিলাম।” অঞ্জিকা হাত দেখিয়ে ডাকলে আমায়।

আমি লিফটে উঠে গ্রাউন্ড ফ্লোরের বোতামে চাপ দিলাম।

অঞ্জিকা বলল, “আই অ্যাম সুপার এক্সাইটেড টুডে। বাবা-মাকে তোর কথা অনেক বলেছি তো, তাই বাবা-মা তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। আমায় নিতে এসেছে ওরা!”

“আমার সঙ্গে? কেন?” আমি ঠোঙার সেই পার্টনারশিপের থিওরিটা ভেবে কেঁপে উঠলাম মনে-মনে। হেল্প নেওয়ার সময় আমি সত্যি এই অ্যাঙ্গেলটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। অঞ্জিকা চেপে এল আমার দিকে। তারপর আচমকা আমার হাতটা ধরে বলল, “কেন মানে? তুই এত সরল কেন? কেন বুঝিস না কিছু?”

“কী বুঝব?” আমি ফিফটিজের বাংলা ছবির সরলতম নায়কের মতো মুখ করলাম। আরে একে বলি কী করে যে, আমি বুঝতেই চাই না কিছু! পর্ণিকাকে জেলাস করতে গিয়ে আর প্রজেক্ট ইত্যাদি কাজে হেল্প নিতে গিয়ে হয়তো একটু বেশি খেলে ফেলেছি। তা বলে এসব বুঝতে হবে! পাগল না ডিকশনারি?

অঞ্জিকা কিছু না বলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর আচমকা জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে চেপে ধরল ওর ঠোট।

না মিন্ট, না ফ্লোরাল ফ্রেগর‍্যান্স! কেমন একটা অরেঞ্জ লজেন্সের গন্ধ পেলাম যেন! ওরা আচমকা ধাক্কায় আমি একদম সেঁটে গেলাম লিফটের দেওয়ালের সঙ্গে। অঞ্জিকা ওর শরীরের সমস্ত ভার প্রায় ছেড়ে দিল আমার ওপর!

কী করব ভাবছি, এমন সময় "টিং' শব্দটা শুনলাম। তারপর শুনলাম ধাতব ঘরঘর। লিফটের দরজা খুলে গেল চিচিং ফাকের মতো। আর চোখ যেটুকু ফাকা জায়গা পেল, দেখল দরজার কাছে চার-পাঁচজনের দঙ্গলের মধ্যে দাড়িয়ে জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে পর্ণিকা।

অঞ্জিকা সরে গিয়ে চশমাটা ঠিক করল নিজের। তারপর রাজপুত বীরের মতো আমার হাত ধরে টানতে-টানতে সবার মধ্যে দিয়ে বের করে নিয়ে হাটা দিল ওর বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে! নিজেকে আমার নববধূর মতো মনে হচ্ছে! আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। শুধু পিছন ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম পর্ণিকার মুখটা। বুঝলাম পুরো কেলো টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি হয়ে আছে!

অঞ্জিকা ওর বাবা-মায়ের সামনে গিয়ে প্রায় টান মেরে দাড় করাল আমায়। মীনা কুমারী হলে আমি ঘাগরা ঘুরিয়ে মাটিতে অসহায়ের মতো লুটিয়ে পড়তাম! জীবনে প্রথমবার আমায় মীনা কুমারী না বানাবার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম!

আমি দেখলাম অঞ্জিকার বাবা-মায়ের পাশে দাদাও দাড়িয়ে রয়েছে। কী বলব বুঝতে পারলাম না।

অঞ্জিকা বলল, "বাবা, মিট অঙ্কুরাণ। ওর কথাই আমি বলেছিলাম তোমায়। ও..."

কিন্তু কথা শেষ করতে পারল না অঞ্জিকা। আচমকা 'চিট' বলে একটা চিৎকার তিরের মতো এসে বিঁধল আমাদের কানে! আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম আমাদের দিকে আয়লার বেগে এগিয়ে আসছে লায়লা, সরি পর্ণিকা।

আর পর্ণিকার পেছনে ঠোঙা!

পর্ণিকা এসে ফুঁসতে-ফুঁসতে বলল, "আমি এই সময়ের জন্যই ওয়েট করছিলাম। এই ছেলেটা, এই ছেলেটা একটা ফ্রড, চিট। আমায় বলে কী না, ওর কনজেনিটাল হার্ট ডিজিস আছে। দু'মাসের মধ্যে মারা যাবে! তাই তার আগে একটু আমার সঙ্গে রিলেশন চায়। আমি বেচারি ভেবে ওর সঙ্গ দিলাম দুমাস! কিন্তু কোথায় কী! পুরো সেম হয়ে গেল! মরল কোথায়? মরার নাম-গন্ধ নেই! যখন ওকে এই মিথ্যের জন্য ছাড়লাম, ও বলল, আমায় নাকি দেখিয়ে দেবে। কী করতে পারে! আর তারপরই আমায় জ্বালাবার জন্য অঞ্জিকাকে ইউজ করছে। ওকে দিয়ে গাধার মতো খাটাচ্ছে আর নিজে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরছে। আর আমায় দেখলেই অঞ্জিকাকে জড়িয়ে ধরছে, স্মুচ করছে ... আর... আর...."

পর্ণিকা রবি ঠাকুরের কবিতার মতো এতটা মুখস্থ বলে এবার যেন খেই হারিয়ে ফেলল। আমি তাকালাম অঞ্জিকার দিকে। দেখলাম ওর চোখে ব্রুটাসকে দেখার দৃষ্টি! আমি কী বলব। বুঝতে পারলাম না। সব সত্যির মধ্যে পর্ণিকা এমন করে একটা মিথ্যে গুঁজে দিয়েছে যে, আমার কিছু বলার নেই! ওকে কোনওদিন আমি বলিনি যে, আমি কী করতে পারি দেখিয়ে দেব! পর্ণিকা আমার দিকে ঘুরে বলল, "তুই মানুষ? মানুষের রক্ত আছে তোর শরীরে? যাদের সত্যি অমন হার্টের রোগ আছে তাদের কথা একবারও ভাবলি না মিথ্যেটা বলার আগে!"

আমি কিছু বলতে গেলাম। কিন্তু পারলাম না। আচমকা চারদিকটা কেমন যেন ঘুরে গেল। বাতাসে কমে এল অক্সিজেন। বুকের ভিতর শুধু পাথর! পাথর! আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। দাদা চট করে ধরে ফেললে আমায়।

পর্ণিকা চিৎকার করে উঠল, "আবার? আবার নাটক শুরু করলি? এখন নিজের ফেস সেভ করার জন্য নাটক করছিস?"

আমি হাত তুলে ওকে বলার চেষ্টা করলাম কিছু। পারলাম না। হাত উঠলই না তো!

অঞ্জিকা ঝুঁকে পড়ল আমার ওপর, "কী হয়েছে তোর? কী হয়েছে?"

পর্ণিকা বলল, “আর নাটক করিস না অঙ্কুরাণ!” আমার চারিদিকের আলো নিভে আসছে। আস্তে-আস্তে। অক্সিজিনের স্তর পাতলা হচ্ছে ক্রমশ। কে যেন জলের তলায় ডুবিয়ে দিচ্ছে আমায়!

শুনতে পেলাম দাদা বলছে, “চুপ করে তোমরা। প্লিজ ওকে স্পেস দাও। সরে যাও। ওর সত্যি জন্ম থেকে হার্ট-এর প্রবলেম আছে। এতদিন বেঁচে আছে এটাই অনেক। জেদ করে পড়তে এসেছে এখানে। কাউকে নিজের রোগের কথা বলে না কিছু। ও মিথ্যে বলেনি। হয়তো দু’মাসটা বাজে কথা, কিন্তু হি ইজ ডাইং। রিয়েলি হি ইজ ...”

দাদার গলা বুজে এল। আমি আবছা ভাবে যেন দেখলাম পর্ণিকার চোখে জল! দেখলাম অঞ্জিকার চোখেও বৃষ্টি নেমেছে। আমার কষ্ট হচ্ছে! ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে আমার। কিন্তু কাকে ছেড়ে যেতে? পর্ণিকাকে না অঞ্জিকাকে? বুঝতে পারছি না। কিছুতেই যেন বুঝে উঠতে পারছি না।

ঠোঙা হাটু গেড়ে বসল আমার পাশে। আবছা ভাবে শুনলাম ও ভাঙা গলায় বলল, “তুই কী রে? কী দিয়ে তোকে বানিয়েছে ভগবান?” আমি শেষবারের মতো চেষ্টা করলাম। জলের তলার থেকে শেষবারের মতো মুখটা বের করে হাসলাম একটু। তারপর অস্ফুটে বললাম, “দাঁড়া গিয়ে জিজ্ঞেস করব।”

ছবি: সৌমেন দাস